মেহেরপুর ইউপি সদস্য হত্যা মামলায় পিতা-পুত্রের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউপি সদস্য কামাল হোসেন হত্যা মামলায় পিতা-পুত্রের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ওদায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষনা করেন। একই সঙ্গে আসামিদের ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। দণ্ডিতরা হলেন- গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের মালেক জোর্দার (৬০) ও তার ছেলে আলমগীর হোসেন (৩৫)।

মামলার বাকি ১০ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন-রহমত বিশ্বাস, সবাতুল্যাহ বিশ্বাস, রফাতুল বিশ্বাস, মাজেদুল জোয়াদ্দার, মাজহারুল ইসলাম, রাজু বিশ্বাস, শহিদুল ইসলাম, পিন্টু আলী, তমির ।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ২০১৭ সালের ২৫ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আসামীরা রামদা, হাসুয়া, লোহার রড ও বাঁশের লাঠি সংগে নিয়া বে-আইনি জনতাবদ্ধ হইয়া ষোলটাকা গ্রামের কফেল উদ্দীনের বাড়িতে অনধিকারভাবে প্রবেশ করে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করে। এসময় কফেল উদ্দিন বাম হাত দিয়া ঠেকাইলে বাম হাতের কনুইয়ের নিচে লাগিয়া মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়। আসামী গনি রামদা দিয়া চাচার ডান হাতে কোপ মারিয়া রক্তাক্ত জখম করে। আসামী সবাতুল খুন করার উদ্দেশ্যে বাঁশের লাঠি দিয়া মাথার উপর বাড়ী দিয়া রক্তাক্ত জখম করে। অন্যান্য আসামীরা কফেল উদ্দিনকে লাথি ও কিল ঘুষি মারিয়া নীলাফুলা জখম করে। পরে সকল আসামী খুন জখমের হুমকি দিয়া চলিয়া যায়। খবর পেয়ে কফেল উদ্দিনের ভাই ইউপি সদস্য কামাল হোসেন মোটর সাইকেল যোগে বাড়িতে আসার সময় পথিমধ্যে আসামী আঃ মালেকের বাড়ীর সামনে পৌছালে সকল আসামীরা তার মোটর সাইকেল ঘিরিয়া ধরে এবং আলমগীর তাহার হাতে থাকা ধারালো রামদা দিয়া মাথায় কোপ মারলে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কামালকে মৃত ঘোষনা করেন। এদিকে, কফেল উদ্দীন গুরুতর জখম হওয়ার তাকে গাংনী

হাসপাতাল থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসর জন্য কুষ্টিয়া মেডিকলে কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে।

পরদিন কামাল হোসেনের ভাতিজা ফারুক হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ১২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই শহিদুল ইসলাম শেখ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

মামলায় ৯ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও দীর্ঘ শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক ১২ আসামীর মধ্যে দুইজনকে সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর ১০ আসামীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে এ কে এম শফিকুল আলম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মুজিবনগর উপজেলা কে ভুমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৯টি ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর উপজেলা কে ভুমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করা হয়েছে।

পরে চতুর্থ পর্যায়ে ৪২ টা ঘরের মধ্যে বাকি ৯ টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলার ৪২ টি ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্পের জমিসহ ঘর পেয়েছেন।

গতকাল বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সারাদেশের ৭ জেলা ও ১৫৯ টি উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে চতুর্থ পর্যায়ে ৩৯ হাজার ৩৬৫ টি ঘর ও জমি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে এ ঘোষণা দেন তিনি।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জমি ও গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও রাজস্ব) লিংকন বিশ্বাস।এ সময় উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই উত্তম কুমার, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার।

এব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ঘর হাস্তান্তরের পরে ২২ মার্চ বুধবার চতুর্থ পর্যায়ে ৯টি ঘর ও দলিল হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর উপজেলা কে ভুমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মেহেরপুরে রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের র্যালি

মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা ও রমজানের আগমন উপলক্ষে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা জেলা শাখার উদ্যোগে স্বাগত র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে মেহেরপুর কোট মসজিদের সামনে থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌরসভার সামনে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব দাঃবাঃ এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ইমরান বিন খাদেম সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ।

এসময় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি

মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, দুনিয়ার মানুষের কল্যাণে প্রতিবছর মাহে রমজানের আগমন ঘটে রমজানের রোজা ধোনির মনে গরিবের ক্ষুধার জ্বালা যেমন অনুভব করায় তেমনি আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানবতার খেদমতে শিক্ষা দেয়।

এছাড়াও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ইমরান ইবনে খাদেম বলেন, রমজানকে কেন্দ্র করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ এবং মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে রাখা দরকার।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ৯৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় পার্টি অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহবায়ক মোঃ মোসলেম আলী, জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব আব্দুর রাজ্জাক, জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ন আহবায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ম আহবায়ক মোঃ নজরুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ন আহবায়ক মোঃ সোহরাব হোসেন, জাতীয় তরুণ পার্টি মেহেরপুর জেলার আহবায়ক মোঃ রবিউল ইসলাম, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম পার্টি মোঃ রাসেল শেখ মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মোঃ বজলুর রহমান, লালচাঁদ সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদ দেখা যায়নি, শুক্রবার রোজা শুরু

বাংলাদেশের আকাশেও রমজানের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আগামী শুক্রবার রোজা শুরু হবে।

বুধবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক শেষে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুলাল এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, দেশের আকাশে কোথাও চাঁদ দেখার খবর পাওয়া যায়নি। তাই বৃহস্পতিবার শেষ হবে শাবান মাস এবং শুক্রবার শুরু হবে রমজান।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান, ১৮ এপ্রিল দিনগত রাতে শবে কদর পালিত হবে।

আগের দিন মঙ্গলবার চাঁদ দেখা না যাওয়ায় সোদি আরবে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হবে।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরে পবিত্র মাহে রমাদানের আগমন উপলক্ষে ইমাম সমিতির স্বাগত র্যালী

পবিত্র মাহে রমাদানের আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলার উদ্যোগে স্বাগত র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে ‘আহলান সাহলান মাহে রমজান’ এই স্লোগানে জেলা কোট মসজিদ থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে পৌরসভার সামনে শেষ হয়

এসময় বক্তারা আসন্ন মাহে রমজানে সকলকে রোজা রাখার আহবান জানান এবং রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করে রোজা চলাকালীন সময়ে খাবার দোকান বন্ধ রাখার আহবান জানান।

এ র্যালীতে বাংলাদেশ ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, মাওলানা শাহজালাল, মাওলানা শাহজাহান, মাওলানা জাহিদ হাসান, মাওলানা আনিছুর রহমান সহ বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন

গাংনীতে জাতীয় পতাকা দিবস পালন করেছে পথিকের পাঠশালা

গাংনীতে ৭১’এর অগ্নীঝরা দিনগুলো স্মরণ করেছে পথিকের পাঠশালা। বুধবার (২২ মার্চ) সকালে কাথুলী মোড়ে পাঠশালার পরিচালক রফিকুল ইসলাম পথিক এর সভাপতিত্বে ৭১ এর উত্তাল দিনগুলোর স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি ইয়াসিন রেজা, সাবেক কমিশনার নবীরুদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাংনী সভাপতি পারভেজ সাজ্জাদ রাজা প্রমুখ। পতাকা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে জান্নাত ফাতিমা রোজা, সীমন্তিকা দাস জয়া, তাসফিয়া জাহান রুপা, নওশীন জাহান জেবা ও তাসনিম শশী।

এসময় রফিকুল ইসলাম পথিক বলেন,” বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল উত্তাল ঘটনাবহুল মাস। মার্চ মাসের প্রতিদিনের ঘটনা-আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন চুড়ান্ত রুপ নেয়। আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। উত্তাল মার্চকে স্বরণ করতেই গাংনীতে এই প্রথম উদযাপিত হলো জাতীয় পতাকা দিবস।

মুজিবনগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিশ্ব পানি দিবস পালন

পানি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে “পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করো”এই প্রতিপাদ্যে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ স্লোগানে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে বিশ্ব পানি দিবস।

বুধবার সকালে উপজেলার মানিকনগর গ্রামে ওয়েব ফাউন্ডেশন মুজিবনগর শাখা এর আয়োজনে, দিবসটি পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশল অফিসের উপ সহকারী প্রকৌশলী সিহান হোসেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প সমন্বয়কারী (অ্যাক্সিস প্রকল্প) শাহেদ জামাল, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ফিল্ড মনিটর নাহিদ ফাতেমা,ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর মুজিবনগর ইউনিট ম্যানেজার ইনারুল ইসলাম,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সি,ডি,ও-২ আব্দুল মতিন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পৃথিবীব্যাপি সুপেয় পানির সংকট ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।বর্তমানে দেশের প্রায় সকল স্হানে সুপেয় পানির সংকট রয়েছে। উপকূল অঞ্চলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবনাক্ততা রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল খরাপ্রবণ অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পানির স্তর নিচে নেমে গেছে, ফলে বছরের সব সময় যথেষ্ট পানি পাওয়া যায় না। পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন দেখা যাচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক। এছাড়া পানিতে অদৃশ্য ভাইরাসেরও অস্তিত্ব রয়েছে, যা থেকে প্রতিদিন ডায়রিয়া, আমাশয়ের শিকার হচ্ছে অসংখ্য শিশু,নারী ও পুরুষ।

এ সংকট মোকাবেলা করে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত হওয়া জরুরী। সারা বিশ্বের মানুষকে সচেতন ও উদ্যোগী করার জন্য জাতিসংঘ ১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্ব পানি দিবস পালন করে আসছে ২০২৩ সালে সারাবিশ্বে পানি সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য “পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করো” প্রতিপাদ্য করে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত

হচ্ছে।দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, আমাদের দেশের শতকরা ৫৯ ভাগ মানুষ নিরাপদ খাবার পানি পায়। বাকি ৪১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিরাপদ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে সরকারকে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ/তিনগুণ হারে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে, একইসাথে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। জমিতে ক্ষতিকর কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যাবহার বন্ধ করতে হবে। ময়লা পানি ও আবর্জনা দিয়ে নদী নালার পানিকে দূষিত করা চলবে না। শহরে গ্রামে সব জায়গায় ময়লা পানি ও আবর্জনা রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ব্যবহৃত পানি পুণ্যবহারসহ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ যত দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে, সমস্যার চিত্র পরিবর্তন তত ত্বরান্বিত হবে। দেশের সকল শিশু, নারী, পুরুষ নিরাপদ পানি পান করার সুযোগ পাবে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ বছর ১৫টি জেলার কর্মএলাকায় পানির সংকট মোকাবেলা করে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে সব স্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করার জন্য বিশ্ব পানি দিবস ২০২৩ পালন করছে। আশা করা যায়, বিশ্ব পানি দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণকারী ১৮ হাজারেরও অধিক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হবে।

এক্সেস প্রকল্পেটি ওয়াটার- ওআরজি এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হো

ক আয়, বাড়ুক পরিচিতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইদানিং ফেসবুক আর ইউটিউব খুবই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে অনেকেই পরিচিতি তৈরী করছেন সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে। এই মাধ্যম দুটি ব্যবহার করে কেউ প্রবাস জীবনের খুটিনাটি, কেউ আবার খাবার, কেউ আবার দর্শনীয় স্থান অথবা ইমিগ্রেশনের আদ্যপান্ত্য তুলে ধরছেন। জনপ্রিয় এই মাধ্যম টি হয়ে উঠছে অনেকের আয়ের উৎস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন কানাডা প্রবাসী এক বাংলাদেশী পরিবার। ইমিপ্রেশন বা ফুড ব্লগিং নয়, তারা প্রচার করছেন লাইফ স্টাইল অথবা ট্রাভেল ব্লগিং। তাও আবার পুরোপুরি বাংলা ভাষাতেই। এই দম্পতি তাদের ক্যামেরায় তুলে আনছেন কানাডার সাসকাচোয়ান প্রদেশের সাসকাটুন শহরসহ আশেপাশের শহর ও প্রভিন্স। যেখানের থাকা বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের যাপিত জীবনের কাহিনী। বাংলা ভাষাভাষি মানুষের জীবন যাপনের গল্প কথা থাকছে তাদের চ্যানেলে। তাদের এই চ্যানেলে আপনি দেখবেন বিশ্বের অন্যতম আলোকিত শহর র “সাসকাটুন সাইন” “সাসকাটুন” এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এইসব দেখতে আপনাকে থাকতে হবে এই চ্যানেলটির সাথে। https://youtube.com/@BeautylevenCanada

কয়েকদিন আগে দেশে এসেছিলেন এই দম্পতি। প্রায় দশ বছর পর দেশে আসেন এই দম্পতি। সাথে ছিলেন তাদের একমাত্র সন্তান। সেই সময়ে আড্ডা জমে উঠে কানাডা প্রবাসী দম্পতি, ইউটিউবার বোরহান আহমেদ এবং রিজিয়া বোরহানের সাথে। দুজনেই কানাডিয়ান সিটিজেন এখন। আর দুজনেই কাজ করছেন সাসকাচুয়ান প্রভিন্স এর প্রভিন্সিয়াল Government Health এ। এই দুজনের জন্মই ঢাকায়। পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয় ২০০৫ সালে।

বোরহান আহমেদ ধানমন্ডি স্কুল আইডিয়াল কলেজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশে থাকাকালীন চাকরি করেছেন বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বিক্রয় ও বিপণন ম্যানেজার হিসেবে। রিজিয়া বোরহান হোম ইকনোমিক্স কলেজ থেকে চাইল্ড সাইকোলজিতে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করে শিক্ষকতা করতেন ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। বোরহান এবং রিজিয়ার সাথে কথা হচ্ছিল মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এ থাকা

মামাতো বোন বর্নালীর বাসায়।

কেমন ছিলো আমাদের প্রবাস জীবনের শুরু , এই প্রশ্নের উত্তরে বোরহান দম্পতি জানালেন , প্রথম কয়েক বছর তারা বেশ চ্যালেঞ্জিং সময় পার করেছেন। নানা চড়াই - উতরাই পার হয়ে বর্তমানে তারা প্রভিনশিয়াল Government এর সাসকাচুয়ান হেলথ অথোরিটি (SASKATCHEWAN HEALTH AUTHORITY) তে কাজ করছেন।

সাসকাচুয়ান প্রভিন্স এর সাসকাটুন শহরে আসা এবং বসবাস করার শুরু থেকেই Bangladeshi Community Association of Saskatchewan (BCAS)এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি , ফাগুন উৎসব , স্বাধীনতা উৎসব , পহেলা বৈশাখ সহ জাতীয় সব অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে কাজে অংশ নেয়ায় বোরহান এবং রিজিয়া দম্পতি বাংলাদেশী কমিউনিটির সকলের নিকট ভীষণ জনপ্রিয় ।

বর্তমানে তারা Bangladeshi Community Association of Saskatchewan (BCAS) এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া পার্টনার হিসেবে তাদের কার্যক্রম Beautyleven Canada চালিয়ে যাচ্ছেন। Bangladeshi Students Association of University of Saskatchewan (BSAUS) এর মিডিয়া পার্টনার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয় তারা।

ভিডিও করা , ছবি তোলা এবং সোশ্যাল মিডিয়া তা আপলোড করার ক্ষেত্রে বোরহানের বিশেষ ঝোক থাকায় করোনা কালীন সময়ে অনলাইন বিজনেস শুরু করেন ‘বিউটিলেভেন কানাডা ’র মাধ্যমে। অনলাইন বিজনেস ধীরে ধীরে প্রসার হওয়ায় ইউটিউবের ভাবনাও মাথায় আসে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ প্রথম ভিডিও আপলোড করেন। বর্তমানে বোরহান – রিজিয়া দম্পতি দুজনেই নিজেদের কাজ , সামাজিকতা আর পরিবারকে সময় দেয়ার পর বাকি সময়টা দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কানাডিয়ান বাংলাদেশীদের জীবনের গল্প বোরহান দম্পতির চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করে দর্শকরা যারা কানাডা এবং এর বাংলাদেশি কমিউনিটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তারা দুজনেই বেশ সাবলীলভাবে তাদের লাইফ স্টাইল দেখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কানাডা – বাংলাদেশসহ বিশ্বের

বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া আর পজিটিভ জীবন যাপনের একটা আইকন হয়ে উঠছেন অনেক বাংলাদেশী তরুণ তরুণীদের এর কাছে।

প্রায় বছরখানেক আগে খোলা
বিউটিলেভেন কানাডা তাদের সোশ্যাল
মিডিয়াতে এখন প্রায় ৫০ হাজারেরও
বেশি ফলোয়ার রয়েছে যা ক্রমাগত
বেড়েই চলছে। বোরহান দম্পত্তির
বেশ কয়েকটি কনটেন্ট দেখা হয়েছে কয়েক হাজার ঘন্টা করে। এই প্রথমবার ১০ বছর পর
পরিবার, আত্মীয়স্বজন,
বন্ধুবান্ধব আর ফলোয়ারদের টানে
বাংলাদেশে আসেন এই পরিবার।
মাসখানেকের ছুটিতে ঢাকাতেই
অবস্থান করছেন তারা।

ভবিষ্যতে কি করতে চান- এই প্রশ্নের উত্তরে এই দম্পতি জানালেন, তারা কনটেন্ট ক্রিয়েশনে আরও বেশি মনোযোগী হতে চান। মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান কানাডিয়ান বাংলাদেশী লাইফস্টাইল এর ধারণা। গ্লোবালাইজেশন এই যুগে বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ যারা কানাডায় যাচ্ছেন বা যাবেন, তাদের তথ্যের একটা উৎস আর চলার পথের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকতে চান Beautyleven Canada এর কর্ণধার বোরহান আহমেদ এবং রিজিয়া বোরহান। তাদের একমাত্র সন্তান ফাইয়াজ আহমেদ জারিফ গ্রেড ১০ এ পড়াশোনা করছেন। পাশাপাশি এই বিষয়েও আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

লেখক : উন্নয়ন কর্মী

মেহেরপুরে ভুমিহীন ও গৃহহীনদের

মাঝে ঘরের কাগজপত্র ও চাবি হস্তান্তর

মেহেরপুরে চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ঘর পেল আরও ১২৩ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

আজ বুধবার স্থানীয়ভাবে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব ঘর হস্তান্তর কাজের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তিন উপজেলা মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনীতে উপকারভোগীদের হাতে ঘরের চাবি ও কাগজপত্র তুলে দেন জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে আয়োজিত ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এসময় সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দসহ উপজেলার ৪৭ টি উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর সদরে ৬১ ও মুজিবনগর উপজেলায় ১৫ টি পরিবারের মাঝে একই সময়ে ঘরের চাবি ও কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়। মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ৩৯৯টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে ৩৯ হাজার ৩৬৫ টি ঘর প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৭টি জেলা ও ১৫৯টি উপজেলাকে ভুমহীন ও গ্রহহীন মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলাও ভুমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক মুনসুর আলম খান।

গাংনী উপজেলায় এপর্যন্ত ১৯৬টি ভুমিহীন ও গ্রহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর প্রদান করা হলো। পরেও যারা ভমিহীন ও গৃহহীন থাকবে তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হবে বলেও ঘোষনা দেয়া হয়েছে। ঘরের কাগজপত্র ও চাবি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন উপকার ভোগি অংসংখ্য পরিবার। সেই সাথে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের প্রসংশা করেন তারা।